দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 21 JUL 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

020

শিক্ষাঙ্গন

শিক্ষাক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা

সামগ্রিক জীবনে স্বাভাবিক এবং সুন্দরভাবে বেঁচে থাকবার প্রয়োজনেই শিক্ষা গ্রহণ করা অপরিহার্য। প্রকৃতপক্ষে নিজের এবং বিশেষ করে দেশের স্বার্থে প্রতিটি নাগরিকেরই একান্ত প্রয়োজন শিক্ষাক্ষেত্রে প্রবেশ এবং অবস্থান গ্রহণ করা। দেশ এবং জাতির সঠিক নেতৃত্ব দিতে পারে একমাত্র সুশিক্ষা। এ ধ্যান-ধারণা ব্যতীত সামগ্রিকক্ষেত্রে আমাদের প্রকৃত উন্নয়ন কোনক্রমেই সম্ভব নয়। তাই আন্তরিকভাবে প্রত্যেকেরই উচিত শিক্ষাক্ষেত্রে মনোনিবেশ করা। এ প্রত্যাশা দেশের প্রায় প্রতিটি নাগরিকের। তবুও কি আমরা আমাদের অভীষ্ট লক্ষ্যস্থলে পৌঁছতে সক্ষম হচ্ছি? এর সঠিক উত্তর নিশ্চয়ই না! এ না এর পেছনে আমাদের সামগ্রিক ব্যর্থতার কথা যদি মনে প্রাণে উপলব্ধি না করে এর মূল্যায়ন করি তবে আমাদের দেশের শিক্ষার মানোন্নয়ন কখনোই সম্ভব নয়। সত্যিকার অর্থে কি কারণে এই ব্যর্থতা দূর করে আমরা শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রসর হতে পারছি না। সে ভাবনা আমাদের সকলেরই কিন্তু আমরা যদি সকলেই এই ভাবনায় দ্বারপ্রান্তে অবস্থান করি আর ভাবনা যদি ভাবনাই থেকে যায় তবে শিক্ষাক্ষেত্রের উন্নয়ন না হয়ে অবনতিই হবে। এ অবনতির পথ চিরতরে পরিহার করতে হলে নিশ্চয়ই শিক্ষাক্ষেত্রে সুন্দর পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে। সে কারণেই এগিয়ে আসতে হবে দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিত্বদেরকে। নতুবা আমাদের সুশিক্ষার অভীষ্ঠ লক্ষ্যে পৌঁছা কোনক্রমেই সম্ভব নয়। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে আজকাল ইচ্ছে করলেই লেখাপড়া যায় না। বিশেষ করে আমাদের দেশের শিক্ষার পরিবেশই তদরূপ। ইচ্ছা করলেই যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও আভ্যন্তরীণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে অবস্থান করা যায় না। কেন অবস্থান করা যায় না? এর প্রকৃত উত্তর দেশবাসীর কারোরেই অজানা থাকার কথা নয়।

আমরা যেনো সফলতা দিয়ে ব্যর্থতাকে নয়, ব্যর্থতা দিয়েই ব্যর্থতাকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চাই। প্রকৃতপক্ষে এ ধরনের মনোবৃত্তি নিয়ে যদি আমরা সম্মুখের দিকে অগ্রসর হতে থাকি নিশ্চয়ই আমাদের দেশের শিক্ষার মানোন্নয়নের দ্বারপ্রান্তেও আমরা পৌঁছতে পারবো না। আর এর জন্য প্রয়োজন বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণ করা। আমরা শিক্ষাক্ষেত্রে বিশ্বের অন্যান্য দেশের থেকে কল্পনাতীতভাবে পেছনে পড়ে আছি। এ পেছনে আমরা আর কতদিন থাকবো? দেশ ও জাতির স্বার্থে সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন সুশিক্ষা। এ শিক্ষার মাঝেই দেশ ও জাতি খুঁজে পাবে আগামী দিনের ভবিষ্যৎ এবং সেখান থেকেই উদ্ভব হবে দেশ পরিচালনার সামগ্রীক চিন্তা-ভাবনা। আজ আমাদের সকলকেই উপলব্ধি করতে হবে। শিক্ষা গ্রহণে আমাদের বাধা কোথায়? এবং এর সমাধানেই পন্থাও আমাদের উদ্ভাবন করতে হবে। তবে দেশে শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় হলো অর্থনৈতিক সংকট। অপরদিকে শিক্ষাক্ষেত্রে অনিয়ম এবং পরিকল্পিত দুর্নীতিও কম দায়ী নয়। সত্যিকারভাবে উল্লেখিত সমস্যার যদি সমাধান করা সম্ভব হয় তাহলে শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রগতি অবশ্যই হবে। যে দেশের প্রায় প্রতিটি পরিবারের 'নুন আনতে পানতা ফুড়ায়'-এর অবস্থা সে দেশে টাকা পয়সার প্রতিযোগিতা দিয়ে লেখাপড়া সম্ভব নয়। এখানে সৃষ্টি করতে হবে লেখাপড়ার প্রতিযোগিতা। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বেতন বাড়ানোর প্রকৃত অর্থ হলো শিক্ষার্থীদেরকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে চিরতরে বিদায় করে দেওয়া। এ ভিন্ন আর কি? কেননা প্রাথমিক পর্যায় অতিক্রম করার পর একজন ছাত্র-ছাত্রী পক্ষে প্রতিমাসে শত শত টাকা ব্যয় করে লেখা পড়া করা সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে সরকারকে ব্যবস্থা নিতে হবে এবং প্রকৃত উপায় খুঁজে বের করতে হবে। সেই সাথে দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে আগ্নেয়াস্ত্র সম্পূর্ণভাবে উদ্ধার করে এর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। স্বার্থবাদী রাজনিতীবিদদের এবং ব্যক্তি স্বার্থের কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হতে দেওয়া যায় না। কেননা এর সাথে সমগ্র জাতির স্বার্থ জড়িত। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় দেশের শিক্ষাঙ্গণগুলোতে চলছে পরিকল্পিত দুর্নীতি। এই দুর্নীতি দমন করার মতো কোন পদক্ষেপ কি নেয়া যায় না?

—এ, এইচ, এম, শাহাবুদ্দিন মাহমুদ